205153 - উমরার নিয়তে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কয়েক বছর আগে আমি ও আমার স্ত্রী উমরা আদায় করেছি। আমরা অন্য এক ফ্যামিলির গাড়ীতে চড়ে রিয়াদ থেকে সফর করেছি। সে বন্ধু আমাদেরকে বলেছেন যে, আমরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারি এবং মক্কায় রাত্রি যাপন করতে পারি। এরপর সেখান থেকে আমরা ইহরাম বেঁধে নিব। এটা যে, সঙ্গত নয় সেটা জানা না থাকার কারণে আমরা সেটাই করেছি। সে উমরাটি ফরজ উমরা ছিল না। এরপর আমরা বহুবার মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছি। ঐ উমরার ক্ষেত্রে আমাদের উপর কোন দায়িত্ব আছে কি? যদি আমাদের উপর পশু যবেহ করা ফরজ হয়; তাহলে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি যারা আমাদের পক্ষ থেকে পশুটি যবেহ করবে; যেহেতু আমি রিয়াদে চাকুরী করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে আপনাদের সে বন্ধু ভুল করেছেন; যিনি আপনাদেরকে বলেছেন যে, ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয। আরেক ভুল করেছেন: তিনি আপনাদেরকে মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধতে বলেছেন। কারণ মক্কাবাসী ও মক্কাতে অবস্থানকারীকে উমরা পালন করতে হলে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে।

যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ কিংবা উমরা আদায় করতে আসবেন শরিয়ত তাদের জন্য মীকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি ব্যক্তি ঠিক সেই স্থান দিয়েই অতিক্রম করে তাহলে তিনি সে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন। আর যদি ঠিক সে স্থান দিয়ে সফর না করেন তাহলে সে স্থানের সমান্তরাল স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

আর যারা এ মীকাতগুলোর ভেতরে মক্কার দিকে অবস্থান করেন তারা তাদের অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি জিদ্দোতে আসে কিংবা মীকাতের ভেতরের অন্য কোন জায়গায় আসে; পরবর্তীতে তার উমরা করার ইচ্ছা জাগে তখন সে তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদিনার অধিবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধিবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযিল;

ইয়মেনেরে অধবিাসীদরে জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদরে জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস কর; কংিবা এ স্থানগুলো যাদরে পথে পড়; সে সব ব্যক্তদিরে জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়রে নয়িতে বরেয়িছে। আর যে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর ভতেরে অবস্থান করে সে তার পরবিার থকে ইহরাম বাঁধব।[সহহি বুখারি (১৪৫৪) ও সহহি মুসলমি (১১৮১)]

আপনার বন্ধুর উপর তওবা করা ও ইস্তগিফার করা অপরহিার্য; যহেতেু তনি নিজিরে মতকে শরয়িতরে বধিান বলে চালয়িে দয়িছেনে। আর জমহুর আলমেরে মতামত অনুযায়ী আপনাদরে কর্তব্য হচ্ছে- মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে একটি ছাগল জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীব লোকদরে মধ্যে বতিরণ করে দয়ো। কারো যদি এটি করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার শুধু তওবা করলে চলব।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

যে ব্যক্তি উমরা করার নয়িত করছে; তার কর্তব্য হচ্ছে- মীকাত অতক্রিমকালে মীকাত থকে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করা জায়যে নয়। যহেতেু আপনারা মীকাত থকে ইহরাম বাঁধনেনি তাই আপনাদরে প্রত্যকেরে উপর দম (পশু জাবাই করা) ওয়াজবি। যে ছাগল দয়িে কোরবানি করা জায়যে এমন একটি ছাগল মক্কাতে জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীব লোকদরে মধ্যে বণ্টন করে দতিে হব; আপনারা এ গোশত খতেে পারবনে না। পক্ষান্তরে ইহরামরে কাপড় পরার পর দুই রাকাত নামায না পড়ায় কোনে কছিু আবশ্যক হবে না।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান।[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১১/১৭৬,১৭৭)]

যে ব্যক্তি হজ্জ কংিবা উমরা কোনে একটি ওয়াজবি আমল ছড়েে দয়িছে এ মাসয়ালার ব্যাপারে বস্তিারতি আলোচনার পর শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

যে ব্যক্তি কোনে ওয়াজবি আমল ছড়েে দয়িছে আমরা তাকে বলব: আপনি একটি ফদিয়িা (পশু) জবাই করে এর গোশত নজিইে মক্কার দরদ্রিদরে মাঝে বতিরণ করুন। কংিবা নর্ভিরযোগ্য কাউকে দায়ত্বি প্রদান করুন। আর যদি আপনি অসামর্থ্য হন তাহলে তওবা করলে চলব। এ মাসয়ালায় এটাই আমাদরে অভমিত।[আল-শারহুল মুমতি (৭/৪৪১) থকে সমাপ্ত]

মক্কাতে আপনাদরে পক্ষ থকে পশু জবাই করার জন্য আপনারা নর্ভিরযোগ্য এজন্সেগিুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারনে।

আল্লাহই ভাল জানেন।